



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

এবং

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ – জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্যালয়সমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরন এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

এবং

মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১১ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Performance Overview of the Department of Livestock Services)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে এখাতে রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। এ ধারাবাহিকতায় সম্প্রীতি বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৬০% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.৩২% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭)। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৪.৩১%। তাছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৩৬,০২৬ কোটি টাকা যা বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তুলনায় ২৮৬১ কোটি টাকা বেশি (বিবিএস, ২০১৬-১৭)। তাছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৬০৫.৩০ কোটি টাকা (ইপিবি, ২০১৬-১৭)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বিগত তিন বছরে যথাক্রমে ২২.১০%, ৩৩.২০% ও ৩৫.৮১% বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমানে মাংস, দুধ ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১২১.৭৪ গ্রাম/দিন, ১৫৭.৯৭ মি.লি/দিন ও ৯২.৭৫ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিগত তিন বছরে প্রাণিসম্পদ সেक्टरের অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

উৎপাদিত পণ্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মাংস (লক্ষ মেট্রিক টন)	৫৮.৬০	৬১.৫২	৭১.৫৪
দুধ (লক্ষ মেট্রিক টন)	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৯২.৮৩
ডিম (কোটি)	১০৯৯.৫২	১১৯১.২৪	১৪৯৩.৩১

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, রোগের প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, লাগসই প্রযুক্তির অভাব, সচেতনতার অভাব, প্রণোদনামূলক উদ্যোগের অভাব, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চ মূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সীমিত জনবল ও বাজেট প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অজিট (SDG) অর্জনের নিমিত্তে প্রাণিজাত পণ্যের যথাযথ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, ফুড সেফটি নিশ্চিতকরণ এবং ক্যাটেল ইনসুরেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৭০.৮৯ মি.লি/দিন, ১২৩.৫০ গ্রাম/দিন ও ১০৮টি/বছর পূরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গবাদিপশু ও পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। দুধ ও মাংস জাতের গরু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গরুর জাত উন্নয়ন। পশু খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন ও পশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন। তাছাড়া প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কাজিখত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট SDG-এর ৯টি অজিট ও ২৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা ২০৩০ সালের SDG বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২০১৮- ১৯ অর্থ বছরে প্রধান সম্ভাব্য অর্জনসমূহঃ

- গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, মাংস এবং ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে ৯৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ৭৩.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৬৬৩ কোটিতে উন্নীত করা;
- রোগ প্রতিরোধে ২৮ কোটি টাকা উৎপাদন;
- গবাদিপশু-পাখির দ্রুত রোগ নির্ণয়ে ৭০০০০ নমুনা পরীক্ষা করা;
- গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির খাদ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে ২৯০০ টি পশুখাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ।

সেকশন ১:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision) :

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১.৩.১ দপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. গবাদিপশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. গবাদিপশু-পাখির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৪. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
৫. গবাদিপশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
২. কার্যপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. জাতীয় শূদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

- ১.৪.১ দুধ, মাংস, ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;
- ১.৪.২ গবাদিপশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ;
- ১.৪.৩ গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ ;
- ১.৪.৪ গবাদিপশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন ;
- ১.৪.৫ গবাদিপশু-পাখির জাত উন্নয়ন ;
- ১.৪.৬ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ;
- ১.৪.৭ গবাদিপশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ;
- ১.৪.৮ গবাদিপশু-পাখির কৈালিকমাণ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ;
- ১.৪.৯ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন ;
- ১.৪.১০ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন ;
- ১.৪.১১ প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

(০৭-৮৫ গ্রাহ্য)

କୃଷି ଆୟାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ (ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମାପକ)									
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ
୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦
୧୧	୧୨	୧୩	୧୪	୧୫	୧୬	୧୭	୧୮	୧୯	୨୦
୨୧	୨୨	୨୩	୨୪	୨୫	୨୬	୨୭	୨୮	୨୯	୩୦
୩୧	୩୨	୩୩	୩୪	୩୫	୩୬	୩୭	୩୮	୩୯	୪୦
୪୧	୪୨	୪୩	୪୪	୪୫	୪୬	୪୭	୪୮	୪୯	୫୦
୫୧	୫୨	୫୩	୫୪	୫୫	୫୬	୫୭	୫୮	୫୯	୬୦
୬୧	୬୨	୬୩	୬୪	୬୫	୬୬	୬୭	୬୮	୬୯	୭୦
୭୧	୭୨	୭୩	୭୪	୭୫	୭୬	୭୭	୭୮	୭୯	୮୦
୮୧	୮୨	୮୩	୮୪	୮୫	୮୬	୮୭	୮୮	୮୯	୯୦
୯୧	୯୨	୯୩	୯୪	୯୫	୯୬	୯୭	୯୮	୯୯	୧୦୦

সাঁঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯

(মোট মান-২০)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬					
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)	
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১০০% ২৪ জুলাই, ২০১৮	৯০% ১৯ জুলাই, ২০১৮	৮০% ৩০ জুলাই, ২০১৮	৭০% ৩১ জুলাই, ২০১৮	৬০% ০১ আগস্ট, ২০১৮	
		২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্থ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১	১০০% ১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	৯০% ১৬ জানুয়ারি, ২০১৯	৮০% ১৭ জানুয়ারি, ২০১৯	৭০% ২০ জানুয়ারি, ২০১৯	৬০% ২১ জানুয়ারি, ২০১৯	
		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	অনুষ্ঠান *	১	৬০					
		ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে পণ্ডিত ডাক হু ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত * ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত **	% % %	১ ১ ১	৮০ ৫০ ৪০	৭০ ৪৫ ৩৫	৬০ ৪০ ৩০	৫৫ ৩৫ ২৫	৫০ ৩০ ২০	
কার্যপদ্ধতি, কর্ম পরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	৯	উচ্চবিত্তি উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	গুনতম একটি উচ্চবিত্তি উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	০৭ জানুয়ারি, ২০১৯	১৪ জানুয়ারি, ২০১৯	২১ জানুয়ারি, ২০১৯	২৮ জানুয়ারি, ২০১৯	
		সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	সেবারগুণমানের মডাম ও পরিদর্শন ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারি, ২০১৯	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	
		পিতারএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিতারএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	
			পিতারএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিতারএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি নিশ্চিতকরণ	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	
				%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬						
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)		একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of PI)	অসামান্য (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতিমানের নিম্নে (Poor)	
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	ব্রডস্ট্রীট জবান প্রেরিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত স্বাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	- % % তারিখ	০.৫ ০.৫ ১	১০০%				৭০%	৬০%	
						৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৪৫	৪০
						৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৩৫	৩০
						০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	২৮ মার্চ, ২০১৯	১৫ এপ্রিল, ২০১৯		
জাতীয় শূন্যচার অভিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জাতীয় শূন্যচার কর্মসূচির রূপনা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিল তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত জাতীয় শূন্যচার কর্মসূচির রূপনা ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম প্রণীত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	% তারিখ সংখ্যা %	২ ১ ১ ১	১০০				৮৫	৮০	
						১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-	-	
						৪	৩	-	-	-	-	
						১০০	৯০	৮০	-	-	-	

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।

** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

*** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

আমি পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন) এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

পরিচালক (গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

তারিখ ১১/০৫/১৮

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

১১/০৬/২০১৮
তারিখ

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

ক্রমিক নং	আদ্যক্ষরসমূহ	বর্ণনা
১.	এআই	কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination)
২.	বিএলআরআই	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Livestock Research Institute)
৩.	বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)
৪.	ডিএলএস	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (Department of Livestock Services)
৫.	ইপিবি	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (Export Promotion Bureau)
৬.	এফএও	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (Food and Agriculture Organization)
৭.	জিডিপি	মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product)
৮.	এমওএফএল	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Fisheries and Livestock)
৯.	এনজিও	বেসরকারি সংস্থা (Non Government Organization)
১০.	এসডিভি	টেকসই উন্নয়ন অর্জন (Sustainable Development Goal)
১১.	টিএমআর	টোটাল মিক্সড রেশন (Total Mixed Ration)

সংযোজনী -২
কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি এবং উপাস্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১.	পশু খাদ্য নমুনা পরীক্ষাকরণ	পরিষ্কৃত নমুনা	পশুখাদ্যের গুণগত মান সমুদায় রাখার লক্ষ্যে পালী পুষ্টি গবেষণাগার এবং জেলা পালী হাসপাতালের পালিপুষ্টি মিনি গবেষণাগারে পশুখাদ্যের নমুনা পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করা হয়।	ডি.এল.এস এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা	ডি.এল.এস এর বার্ষিক প্রতিবেদন	কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে গবেষণাগার প্রয়োজন
২.	টিকা উৎপাদন	উৎপাদিত টিকা	উৎপাদিত টিকা গবাদিপশু ও পাখির বিভিন্ন মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন ও মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়।	এল.আর.আই	এল.আর.আই এবং ডি.এল.এস এর বার্ষিক প্রতিবেদন	নিয়মিত রাজস্ব ও প্রকল্প কার্যক্রম
৩.	রোগ নির্ণয় করা	পরিষ্কৃত নমুনা	১ টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার এবং ৭ টি মাঠ পর্যায়ে রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারে গবাদিপশু-পাখির রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং প্রতিবেদন তৈরী করা হয়ে থাকে।	ডি.এল.এস এবং এম.ও.এফ.এল	ডি.এল.এস এর বার্ষিক প্রতিবেদন	নিয়মিত কার্যক্রম